"শতবর্ষে জাতির পিতা, সুবর্ণে স্বাধীনতা
অভিবাসনে আনবো মর্যাদা ও নৈতিকতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা
মিশন অধিশাখা
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০১৯.০০২.০০৩.২১-২৫৫

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

# অনিয়মিত, আনডকুমেন্টেড, দুঃস্থ এবং অসহায় প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীর মরদেহ পরিবহন ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২

যেহেতু বিদেশ থেকে মৃতকর্মীর মরদেহ দেশে পরিবহন ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ; যেহেতু প্রায়শঃই নিয়োগকর্তার অসমর্থতা/অপারগতার কারণে অথবা মৃত কর্মী বিদেশে অনিয়মিত বা আনডকুমেন্টেড হওয়ায় মরদেহ দেশে আনা সম্ভব হয় না বরং দীর্ঘদিন দাফন-কাফন/ সৎকারহীন অবস্থায় মর্গে পড়ে থাকে এবং অনেক সময় সহায়-সম্বল বিক্রি করে নিজ খরচে মরদেহ দেশে ফেরত আনতে প্রবাসীর পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে; যেহেতু কার্যতালিকার (Allocation of Business) ক্রম-০১ অনুযায়ী প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণ এবং তাদের অধিকার রক্ষা করা (Welfare of Bangladeshi expatriates and protection of their rights) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব; যেহেতু প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬ অনুযায়ী বিদেশে মৃত্যুবরণকারী প্রবাসী কর্মীর মরদেহ আশু প্রত্যাবর্তনের প্রচলিত কার্যক্রমকে আরো সুসংহত, দ্রুত ও সহজ করতে এ মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর; যেহেতু ২০২২ সালে এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিপাদ্য- শতবর্ষে জাতির পিতা, সুবর্ণে স্বাধীনতা, অভিবাসনে আনবো মর্যাদা ও নৈতিকতা; এবং যেহেতু মরদেহ দ্রুত দেশে আনয়ন ও যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন-কাফন/সৎকার করা একটি ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব; সেহেতু বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/ দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ উইং অথবা মৃত প্রবাসী কর্মীর অস্বচ্ছল পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম-কল্যাণ উইং, জেলা কর্মসংস্থান অফিস, বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের সমন্বিত উদ্যোগে মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটভুক্ত "মরদেহ পরিবহন" খাত হতে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীর মরদেহ দ্রুত দেশে আনার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।—

১। **শিরোনাম।**—

এই নীতিমালা "অনিয়মিত, আনডকুমেন্টেড, দুঃস্থ এবং অসহায় প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীর মরদেহ পরিবহন ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২" নামে অভিহিত হবে।

২। **উদ্দেশ্য।**—

অনিয়মিত, আনডকুমেন্টেড, দুঃস্থ এবং অসহায় প্রবাসী কর্মীর মরদেহ সরকারি ব্যয়ে দ্রুত দেশে পরিবহনের মাধ্যমে নৈতিক, নিরাপদ ও মানবিক অভিবাসনে জনকল্যাণমুখী সরকারের অবস্থানকে সুদৃঢ়করণ এবং সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।

চলমান পাতা-০২

৩। সংজ্ঞা।—

ক) **অনিয়মিত প্রবাসী কর্মী:** প্রবাসী বাংলাদেশি যিনি বৈধভাবে বিদেশে গমন করেছেন এবং পরবর্তীতে ভিসার মেয়াদ শেষে অবৈধভাবে উক্ত দেশে বা অন্য কোন দেশে অনিয়মিতভাবে অবস্থান করছেন;

খ) **আনডকুমেন্টেড প্রবাসী কর্মী:** প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী যিনি বৈধ বা অবৈধ উপায়ে বিদেশ গমন করেছেন এবং তার কাছে পাসপোর্ট/স্মার্ট কার্ড/ জাতীয় পরিচয়পত্র বা অন্য কোন বৈধ ডকুমেন্ট নাই;

গ) **প্রবাসী কর্মী:** প্রবাসী কর্মী বলতে বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মীকে বুঝাবে।

ঘ) **মন্ত্রণালয়:** মন্ত্রণালয় বলতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে।

৪। প্রয়োগের ক্ষেত্র ।—

ক) পৃথিবীর যে কোন দেশ হতে অনিয়মিত, আনডকুমেন্টেড, দুঃস্থ এবং অসহায় প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীর মরদেহ বাংলাদেশে পরিবহনের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটভুক্ত "মরদেহ পরিবহন" খাত হতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

খ) বৈধ কর্মীর ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার অসমর্থতা অথবা অপারগতার কারণে এবং অনিয়মিত, আনডকুমেন্টেড মৃত প্রবাসী কর্মীর ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের আবেদন বা বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের আবেদনের ভিত্তিতে এই নীতিমালার আওতায় মরদেহ বাংলাদেশে পরিবহনের ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।

৫। প্রাপ্যতা ।—

ক) যে সকল প্রবাসী কর্মী বৈধভাবে বিদেশে গমন করেছেন, বৈধভাবে কর্মে নিয়োজিত থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যাহার মরদেহ বাংলাদেশে পরিবহনের ব্যয় নির্বাহে নিয়োগকর্তা অসমর্থতা/ অপারগতা প্রকাশ করেছেন; তবে এক্ষেত্রে শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ নিয়োগকর্তার সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করে তার অসামর্থতা/অপারগতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

খ) যে সকল প্রবাসী কর্মী নিয়োগকর্তার কর্মে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে বা নিয়োগকর্তার অধীন নিয়োগ চুক্তির মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর বা নিয়োগকর্তার কর্মের উদ্দেশ্যে গমন বা নিয়োগকর্তার অনুমতিক্রমে দেশে প্রত্যাগমনকালে মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা তৃতীয় কোন দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মরদেহ বাংলাদেশে পরিবহনের ব্যয় নির্বাহে যাহার পরিবার আর্থিকভাবে অক্ষম;

গ) যে সকল প্রবাসী কর্মী বৈধভাবে বিদেশে গমন করেছেন এবং পরবর্তীতে অনিয়মিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন;

ঘ) যে সকল প্রবাসী কর্মী অনিয়মিত বা ঝুঁকিপূর্ণ পন্থায় অভিবাসনকালে বা পাচারের শিকার হয়ে বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন;

ঙ) যে সকল বাংলাদেশি অনিয়মিত বা আনডকুমেন্টেড অবস্থায় বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন;

চ) বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে, যে সকল অসচ্ছল অভিবাসী বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মরদেহ বাংলাদেশে পরিবহনের ব্যয় নির্বাহে যাহার পরিবার আর্থিকভাবে অক্ষম;

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশন/শ্রম কল্যাণ উইং মরদেহের জাতীয়তা ও প্রাপ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

চলমান পাতা-০৩

৬। **আবেদন ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ।—**

প্রবাসে মৃত বাংলাদেশি কর্মীর পরিবার নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ জেলা কর্মসংস্থান অফিস, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন/ মিশনের শ্রম-কল্যাণ উইং, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড অথবা মন্ত্রণালয়ে উক্ত প্রবাসীর মরদেহ সরকারি ব্যয়ে বাংলাদেশে পরিবহনের জন্য আবেদন করতে পারবেন ।—

ক) মৃত্যু সংক্রান্ত প্রমাণপত্র (হাসপাতালের ডেথ নোটিফিকেশন বা মেডিকেল রিপোর্ট);

খ) মৃত কর্মীর নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রমাণপত্র (পাসপোর্ট/ জাতীয় পরিচয়পত্র বা NID/ নাগরিকত্ব সনদ)-এর ফটোকপি;

গ) রেসিডেন্ট পারমিট বা ওয়ার্ক পারমিট-এর ফটোকপি (যদি থাকে)।

৭। **বাংলাদেশ মিশন/ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের করণীয় ।—**

ক) কোন প্রবাসী কর্মী মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের লিখিত সম্মতির ভিত্তিতে নিয়োগকর্তা/ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিবার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি/ এটর্নির সহায়তায় মরদেহ স্থানীয়ভাবে দাফন করবে;

খ) পরিবারের পক্ষ হতে মরদেহ দেশে পরিবহনের জন্য লিখিত আবেদন পাওয়ার পর নিয়োগকর্তা/ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/ আন্তর্জাতিক সংস্থার ব্যয়ে মনোনীত ব্যক্তি/ এটর্নির সহায়তায় মরদেহ দেশে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

গ) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন ২০১৮ এর অধীন মরদেহ প্রেরণ সম্ভব না হলে অথবা ক ও খ-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব না হলে কারণ উল্লেখপূর্বক এই নীতিমালার আওতায় মরদেহ সরকারি ব্যয়ে দেশে প্রেরণের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় বিবরণীসহ অনতিবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করবে;

ঘ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই নীতিমালার আওতায় কোন মরদেহ সরকারি ব্যয়ে বাংলাদেশে প্রেরণের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করার পর সংশ্লিষ্ট মিশন মনোনীত ব্যক্তি/ এটর্নির সহায়তায় মরদেহ দেশে প্রেরণ করবে;

ঙ) মরদেহ বাংলাদেশে পৌঁছার সম্ভাব্য তারিখ, সময় ও ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্য যথাসময়ে মন্ত্রণালয়, জেলা কর্মসংস্থান অফিস, বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক ও মৃতের পরিবারকে অবহিত করবে;

চ) মরদেহ দেশে প্রেরণের জন্য প্রকৃত খরচের বিল/ ভাউচারসহ ব্যয় বিবরণী সংরক্ষণ করবে এবং সমন্বয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

৮। **জেলা কর্মসংস্থান অফিসের করণীয় ।—**

ক) এই নীতিমালার আওতায় কোন মরদেহ সরকারি ব্যয়ে বিদেশ থেকে দেশে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন প্রাপ্তির পর অনতিবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;

খ) মরদেহ পরিবহনে মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে কিনা এই বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে প্রয়োজনে সরেজমিন অনুসন্ধানপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

০৯। **বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের করণীয় ।—**

প্রবাসী কর্মীর মরদেহ বাংলাদেশে পৌঁছানোর পর কার্গো থেকে মরদেহ ছাড়করণ এবং পরিবারের নিকট হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

চলমান পাতা-০৪

১০। **মন্ত্রণালয়ের করণীয়** ।—

ক) এই নীতিমালার আওতায় সরকারি ব্যয়ে মরদেহ পরিবহনের আবেদন পাওয়ার পর যাচাই-বাছাইসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বা সম্ভাব্য খরচের বিবরণী প্রেরণের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন/ মিশনের শ্রম-কল্যাণ উইংকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

খ) এই নীতিমালার আওতায় মরদেহ সরকারি ব্যয়ে বাংলাদেশে প্রেরণের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করবে এবং এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১১। **পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন বা সংযোজন** ।—

সরকার সময় সময় এ নীতিমালার যে কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন বা সংযোজন করতে পারবে। নীতিমালায় বর্ণিত নাই এমন কোন বিষয় সম্পর্কে তাৎক্ষণিক কোন জটিলতা বা সমস্যা উদ্ভূত হলে মন্ত্রণালয় নিজস্ব এখতিয়ারে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সচিব

নং-৪৯.০০.০০০০.০১৯.০০২.০০৩.২১-২৫৫

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব/সচিব..... মন্ত্রণালয়।
০৩। অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০৪। মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।
০৫। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোয়েসেল/প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।
০৭। যুগ্মসচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
০৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
০৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (নীতিমালাটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১২। অফিস কপি।

২৭/০২/২২

মো: আব্দুস সালাম
উপসচিব